আবাদী জমি রক্ষা ও পরিকল্পিত জীবন

কমপ্যাক্ট টাউনশিপস বিষয়ক

মতবিনিময় সভা

স্থান– ট্রেনিং কমপ্লেক্স নর্থবেঙ্গল সুগার মিলস্

তারিখ–২০ডিসেম্বর ২০১৪ইং

আয়োজনে– কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন ও ধুপইল ইউ,পি।

==========

১· ২০শে ডিসেম্বর নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার ঐহিহ্যবাহী নর্থবেঙ্গল সুপার মিলস্ের ট্রেনিং সেন্টারে কমপ্যাক্ট টাউনশিপস্ বিষয়ক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খলিল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড· আবুল হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে নাটোর জেলা আইনজীবী সমিতির দুইবারের নির্বাচিত সম্পাদক অ্যাডভোকেট জনাব লোকমান হোসেন বাদল, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মোল্লা, মতিউর রহমান প্রমুখ। মতবিনিময় সভায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

২· তরুণ আইনজীবী আল-মামুন সভা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অ্যাডভোকেট লোকমান হোসেন বাদল এর শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। পাশাপাশি কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ধারণার অবতারণার করেন তিনি।

৩. এরপর কমপ্যাক্ট টাউনশিপ (ঈঞ) বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা-আলোচনা তুলে ধরেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেন। তিনি বলেন, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ নিয়ে আঠারো বছর ধরে গবেষণা হয়েছে। ময়মনসিংহ-নরসিংদীতে গবেষণা কাজ হয়েছে। ২০১২ সালে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউনন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রফেসর সেলিম রশিদ ফাউন্ডেশনের সভাপতি।

সভা দুই পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে আলোচনা করেন নির্ধারিত আলোচকগণঃ

১. **সাইফুল ইসলাম** আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, কমপ্যাক্ট টাউনশিপের ব্যাপারে বিভিন্ন মানুষ হয়তো বিভিন্নভাবে ভেবেছে কিন্তু আমি এইভাবে দেখি নাই। আজ কমপ্যাক্ট টাউনশিপ জিনিসটা বুঝলাম। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়তে গেলে সবকিছু ভেঙ্গে নতুনভাবে সাজাতে হবে। সম্পূর্ণ ভাঙ্গা হয়তো কঠিন ব্যাপার। মানুষের প্রয়োজনীয় সককিছু সেখানে পরিকল্পনা অনুযায়ী হবে। স্কুল হবে, হাসপাতাল হবে যা পরিপূর্ণ একটা জীবন ব্যবস্থা।

বর্তমানে হয়তো মনে হতে পারে এটি কল্পনাবিলাস। কিন্তু পঞ্চাশ বছরের পরের সময়কে ধরে আমরা এই ইস্যুটাকে নিয়ে চিন্তা করি। আজ থেকে বিশ-ত্রিশ বছর আগে তো আমরা একান্নবর্তী পরিবার ছিলাম। সেখান থেকে ভেঙ্গে ১০টা পরিবার হয়েছি। সময়ের প্রয়োজনে অবশ্যই এই চিন্তা যুগান্তকারী হবে বলে মনে করি।

২. জনাব মতিউর রহমান আলোচনায় বলেন, আমরা লিফলেট পড়েছি, বক্তব্য শুনেছি। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ একটা পরিকল্পিত ব্যবস্থা যেখানে থাকবে স্কুল-কলেজ, খেলার মাঠ, চিকিৎসা ব্যবস্থা—আসলে এইটা ভেবে দেখার মতো, করলে খুবই সুন্দর হয়। ষোল কোটি মানুষের মত নানাদিকে চলে গেছে। তাদেরকে, সমগ্র জাতিকে একমত করবে কে? সবাই নিজের সাম্রাজ্যে রাজা হতে চায়, নিজের জমিতে সুন্দর বাড়ি তুলতে চায়। ৫০বছর পর কী হতে যাচ্ছে কথাটা কিন্তু একবিন্দু মিথ্যা না। কথাটা কিন্তু সত্যি। যেহেতু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেহেতু বাস্তবায়ন করতে হবে। সুফল পাব।

৩. নজরুল ইসলাম আলোচনায় তার নিজের পরিবারের উদাহরণ টেনে বলেন, তারা ৪ভাই, ৬বোনের থাকার ঘর, সন্তান-সন্ততি , গবাদিপশু রাখার স্থান সবকিছু মিলে ছিল ৪২ শতাংশ জমির উপর। বাবা মারা যাবার পর আমি ৫২শতাংশ জমির উপর ঘর তুলি, অন্যসব ভাইবোনেরা সবাই আমার মত ঘর তুলে। তাতে কত কৃষিজমি নষ্ট হয়ে গেল?

কমপ্যাক্ট টাউনশিপ সত্যিকার, কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করা গেলে অচিরেই মানুষের মনে ঢাকা যাওয়ার স্বপ্ন আর থাকবে না। আমাদের কোনকিছু বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়নি। ঢাকা যেতে ভয় পাই। সি-টি স্থাপিত হলে দেখা যাবে ঢাকার উপর চাপ কমছে।

এরপর কিছু প্রশ্নের উপর আলোকপাত করেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেন। সাইফুল ইসলামের আলোচনার উপর বলেন, ভেঙ্গে নতুন করার প্রশ্নটাই আমাদের মাথায় ঢোকাতে হবে। মতিউর রহমানের আলোচনার সাথে যোগ করে বলেন, আমাদের মাইণ্ডসেট চেঞ্জ করার জন্য সাংবাদিক ভাইয়েরা ভূমিকা রাখবেন, এখানে আপনারা যারা উপস্থিত আছেন তাদের মাধ্যমে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ আলোচনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল। নজরুল ইসলামের আলোচনার সাথে যুক্ত করে বলেন, মাইগ্রেশনের প্রবণতা আছে। ঢাকার ৩৫ শতাংশ লোক বস্তিতে বসবাস করে। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ কিন্তু স্বয়ংসম্পন্ন একটি পরিকল্পনা।

দ্বিতীয় পর্ব :মুক্ত আলোচনা

==========

১. লালপুর থানার ছাত্রমৈত্রী সভাপতি সেলিম রেজার মতে, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবাই জ্ঞানীর কাজ। শহরমুখী হবার কারণ এখানে প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি পাওয়া যায় না। স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে না। সেলিম মত প্রকাশ করে বলেন, তরুণ সমাজের মধ্যে কমপ্যাক্ট টাউনশিপের আলোচনাটা ছড়িয়ে দিতে হবে বেশি করে তাহলে সমাজে এফেক্ট পড়বে বেশি।

২. সংবাদকর্মী মামুন প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চান, এক্ষেত্রে ফাইনান্সটা করবে কে? যুব সমাজের করণীয় কী হবে? কমপ্যাক্ট টাউনশিপে কি ফ্ল্যাট বিক্রি হবে নাকি জমি বিক্রি হবে? ৪০-৫০ বিঘা জমি নিয়ে শীঘ্রই কাজ শুরুর কথা তোলেন। ব্র্যাণ্ডিং এর বিষয়টা নিয়ে আরেকটু ভাববার মত দেন, যেমন—'ভিলেজ টাউনশিপ' বা 'গ্রামের নগরায়ন' এই টাইপের হতে পারে কিনা যা সহজে গ্রামের মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে।

৩. প্রভাষক সুফিয়ান -নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। সবাই যদি সাড়া দেই পরিকল্পিত-উন্নত জীবন পাব, পরিবেশ রক্ষা পাবে। সবার সচেতনতা একান্ত দরকার।

৪. ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক আতাউর রহমান বলেন, এটা করা খুব জরুরি। মনেপ্রাণে চাই।

৫. কৃষক আবুল কালাম আজাদ বলেন, পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা শুনলাম। যাই হোক, উদ্যোগ ভালো। মাঠে বইসা যদি রাজধানীর সুবিধা পাই তাহলে যাওয়ার দরকার নাই। সম্পাদক ড.

আবুল হোসেন যেইটা বললেন, জমির পার্টনার হলে আজীবন শেয়ারের সুবিধা ভোগ করতে পারব তাহলে তো খুব ভালো হয়।

৬. অধীর কুমার মত দেন, উদ্যোগ খুব সুন্দর। গ্রাম পর্যায়ে কিছু উদ্যোক্তা, সংগঠক তৈরি করলে ভালো হবে।

৭. বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকে ২০ বছর ধরে কাজ করা মনিরুল ইসলাম বলেন, ঢাকায় থাকার সময় শুধু চিন্তা করতাম, যানজট কিভাবে কমানো যায়? আপনাদের কথা শুনে চোখ দিয়ে পানি চলে আসছে। তাড়াতাড়ি বাস্তবায়ন হলে খুব আনন্দিত হবো।

৮. আব্দুল কুদ্দুস প্রায় একই কথা বলেন—অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গ্রহণ করেছি। কবে থেকে চালু হবে?

৯. মো.খলিল আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, খুবই আশাবাদী। এই পরিকল্পনা নিয়ে যদি মানুষের মনে প্রচার করা যায়।

অনার্সের ছাত্র হাফিজুর রহমান জানতে চান- এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। কবে নাগাদ শুরু হবে, না-কি ড্রিমই থাকবে? মডেল স্বরূপ একটা বাস্তবায়ন করার কথা বলেন তিনি । সুযোগ-সুবিধা পেলে লোকে ইনস্পায়ার হবে।

১০. মাদ্রাসা শিক্ষক সফিকুর রহমান প্রশ্ন রাখেন, কমপ্যাক্ট টাউনশিপে যারা থাকতে চায় কিন্তু দেখা গেল তাদের জন্য সেখানে জায়গা হচ্ছে না, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কী হবে?

সমাপনী বক্তব্যে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খলিল আলোচনা প্রাণবন্ত হওয়ায় সবাইকে সাধুবাদ জানান। তাঁর মতে, বাংলাদেশ নানা সীমাবদ্ধতা, নৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছে। যে কোনো কিছু বাস্তবায়ন করতে গেলে দায়-দায়িত্ব নিতে হয়। তিনি সবাইকে দায়িত্ব নেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানান। কারণ অনেকে এখন যা ভাবতে পারছে না কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন তা ভাবছে। নিজের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, পঞ্চাশ বছর পর আমি হয়তো চলাফেরা করতে পারব না বা অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকব। আর ভাবুন তো, আমাদের এই সুন্দর বাংলাদেশটাকে নিয়ে? মাঠ পর্যায়ে প্রচারের মাধ্যমে চেতনা দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। চাঁদে মানুষের বসবাসযোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। বলেন, আমার মনে হয় দায়িত্বটা নেওয়া দরকার। আপনারা পিছপা হবেন না। সাহসের সাথে গ্রহণ করুন—আশাবাদ পুর্নব্যক্ত করে বলেন, অবশ্যই বাংলাদেশের মানুষ বাঁচবে।